আগুন সন্ত্রাসের ছোবলে বার্ন ইন্সটিটিউটে কাতরাচ্ছে নিম্ন আয়ের সাতজন

রিকশাচালক আব্দুল জব্বার দিনভর রিকশা চালিয়েও সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। তার বড় ভাইয়ের পরামর্শে পরিবারকে পাঠিয়ে দেন নারায়ণগঞ্জে কাজের উদ্দেশ্যে। সারাদিন রিকশা চালিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে রাতে নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসে রওনা হলে যাত্রাবাড়ী এলাকায় আগুন সন্ত্রাসের কবলে পড়েন তিনি। আর নিমিষেই ঘুরে দাঁড়ানোর সব স্বপ্ন ধুলোয় মিশে যায়। রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটের বিছানায় এখন কাতরাচ্ছেন তিনি। তার শরীরের ২০ শতাংশ পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

জব্বারের মতো বিএনপি ও সমমনাদের ডাকা চলমান অবরোধে আগুনে পুড়ে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে চিকিৎসাধীন আছেন সাতজন। তারা সবাই নিম্ন আয়ের মানুষ। কেউ পেশায় পোশাকশ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক কিংবা দিনমজুর। আগুন সন্ত্রাসের কবলে পড়ে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তারা কেউই শংকামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটের প্রধান সমন্বয়ক ডা সামন্ত লাল।

আগুনে পুড়ে হতাহতরা হচ্ছেন- পোষাক শ্রমিক মো: মাহমুদ হাসান (২৩), মেরাদিয়ার পরিবহন শ্রমিক সবুজ মিয়া (৩০), কালীগঞ্জে কাভার্ডভ্যানে অবস্থানরত বিপ্রজীদ ভাওয়ালী (২০), কাকরাইলে শ্রমিক শাখাওয়াত হোসেন (২৮), ডেমরায় বাসে ঘুমন্ত থাকা হেলপার মো. রবিউল ইসলাম রবি (২৫) এবং মানিক দাস (৪৫) নামে বিমানের এক ক্লিনার।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, পেট্রোলে দগ্ধের কারণে তাদের শরীরে ক্ষতগুলো গভীর। তাদের অনেকেরই অপারেশনের প্রয়োজন হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকের চামড়া লাগাতে হচ্ছে। আমরা তাদের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছি।

দগ্ধদের মধ্যে, জব্বারের ২০ শতাংশ, হাসানের ১১ শতাংশ, সবুজের ২৮

শতাংশ, বিপ্রজীত এর ৭ শতাংশ, শাখাওয়াত এর ১০ শতাংশ, রবির ১৭ শতাংশ দগ্ধ এবং মানিক দাসের ৫ শতাংশ পুড়ে গেছে।

যাত্রাবাড়ীতে গত শনিবার (১১ নভেম্বর) রাতে অনাবিল পরিবহনের বাসে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসযাত্রী দগ্ধ রিকশা চালক আব্দুল জব্বার ও গার্মেন্টেস কর্মী মাহমুদ হাসান দগ্ধ হন। ওই রাতেই তাদের বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। জব্বারের বড় ভাই জিকরুল ইসলাম জানান, জব্বার রিকশা চালিয়ে সংসার চালাতে পারতো না। সংসারে অভাব লেগেই থাকতো। তাই শনিবার তার পরিবারকে কাজের উদ্দেশ্যে সকালে আমার বাসায় নারায়ণগঞ্জ নিয়ে আসি। জব্বার তার কাজ শেষ করে রাতে আমার বাসার উদ্দেশে বাসে চড়ে। পথে যাত্রবাড়ীতে আগুনে দগ্ধ হয়।

তিনি বলেন, আমরা গরিব মানুষ নিজের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। এর মধ্যে আবার ভাই দগ্ধ হয়েছে। তার চিকিৎসা করার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতায় চিকিৎসা চালাতে হচ্ছে।

একই বাসে দগ্ধ হওয়া যাত্রী মাহমুদুল হাসান জানান, আমার এক বন্ধুর মোবাইল ফোন কিনতে বসুন্ধরা মার্কেটে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে তাকে দিয়ে কমলাপুর থেকে বাসে উঠে মাঝামাঝি বসেছিলাম। যাত্রাবাড়ী এলাকায় বাসটি আসার পর হঠাৎ দেখি আমার পায়ের নিচ দিয়ে আগুন লেগে গেছে। পরে দ্রুত ওই সিট থেকে কোনরকমে বের হয়ে যাই। ততোক্ষণে আমার দুই পা ও ডান হাত ঝলসে গেছে।

অন্যান্যদিনের মতোই রমজান পরিবহনের বাস চালক সবুজ মিয়া অছিম পরিবহনে করে বাসা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। পথে মেরাদিয়া বাঁশপট্টির কিছু আগে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে ঝলসে যান তিনি। তাকে উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে নিয়ে আসা হয়। শরীরে পোড়া ক্ষত নিয়ে শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের শয্যায় এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাতরাচ্ছেন সবুজ মিয়া। সংসারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলতে তিনিই আছেন বলে জানান তার স্ত্রী। কিন্তু রোজগার বন্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে স্বজন আর পরিচিতজনদের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। কবে সুস্থ হয়ে গাড়ির স্টিয়ারিং হাতে নিতে পারবেন এবং আয়ে ফিরবেন সেই দুশ্চিন্তায় দিন পার করতে হচ্ছে তার পরিবারকে।
গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ কর্মসূচিকে ঘিরে সংঘর্ষের পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এরপর থেকে হরতাল এবং দফায় দফায় ডাকা অবরোধে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়া শুরু হয়। ফায়ার সার্ভিসের হিসাবে ২৮ অক্টোবর থেকে সোমবার

সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৫০টিরও বেশি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে।

বাসে আগুনের ঘটনায় একজন পরিবহনকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। গত ২৯ অক্টোবর ভোরে ডেমরার দেইল্লা বাস স্টেশনে রাস্তার পাশে রাখা অছিম পরিবহনের একটি বাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দেয়। এতে ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে মারা যান ওই বাসের হেলপার নাঈম। ওই ঘটনায় দগ্ধ হন নাঈমের বন্ধু আরেকটি বাসের হেলপার রবিউল ইসলাম রবি।

অন্য দিকে, গত ৮ নভেম্বর ভোরে গাজীপুরের কালীগঞ্জে কাভার্ডভ্যানে আগুন দেন দুর্বৃত্তরা। ওই ভ্যানে থাকা বিপ্রজীত ভাওয়ালী ও আনোয়ার নামে দুইজন দগ্ধ হন। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে ঢামেক হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আনোয়ার বাসায় চলে যান। বিপ্রজীত চিকিৎসাধীন আছেন। পরে তাকে বার্ন ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়।

বার্ণ ইনস্টিটিউটে তার মা স্বপ্না ভাওয়ালী তার পাশে বসে থাকেন। বিপ্রজীত ভাওয়ালী জানান, তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। বগুড়ায় তাদের কোম্পানির গাড়ির সমস্যা হয়। তাই সেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে গাড়ির কাজ শেষ করে একই কোম্পানির একটি কাভার্ডভ্যান যোগে ফেরার পথে, কালিগঞ্জ এলাকায় রাস্তায় ৯/১০ জন তাদের গাড়িটিকে পথরোধ করে ভাঙ্গচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। গাড়ি থেকে নামতে নামতে শরীরের আগুন ধরে যায়।

রবিবার (১২ নভেম্বর) রাতে দগ্ধ হন বিমানের ক্লিনার মানিক দাস। রাজধানীর বনানী এলাকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি স্টাফ বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। তাতে তিনি দগ্ধ হন। তিনি জানান, রাতে এয়ারপোর্টে ডিউটি শেষে ২০-২৫ জন কর্মী বিমানের স্টাফ বাসে করে বাসায় ফিরছিলেন। এয়ারপোর্ট থেকে বনানীতে ঢোকার সময় জানালা দিয়ে তরল পদার্থ ছুড়ে মারা হয়। এতে গাড়িতে আগুন ধরে গেলে তার ডান হাত ও বাম পা দগ্ধ হয়। পরে ওই বাসে থাকা তপু নামে এক সহকর্মী তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় ওই বাসে থাকা আরও পাঁচ ছয় জন আহত হয়েছে। তবে কোথায় তাদের চিকিৎসা চলছে তা বলতে পারেননি।

ডা সামন্ত লাল সেন বলেন, কয়েকজনের ২৭-২৮ শতাংশ পুড়ে গেছে। পেট্রোলের কারনে বাকিদের ক্ষত বেশি। তাদের অপারেশনেরও প্রয়োজন আছে। তারা সবাই নিম্নআয়ের মানুষ। তারা তো সহজে সুস্থ হবে না। তাদের অন্তত মাসখানেক কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

সার উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ল বাংলাদেশের

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে বর্তমানে ইউরিয়া সারের চাহিদা বছরে ২৬ লাখ টন। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের তথ্য অনুযায়ী (বিসিআইসি) এতদিন আমাদের দেশি কারখানায় সার উৎপাদন হতো ১০ লাখ টন। বাকিটা আমদানি করতে হতো। রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করলেন, নরসিংদীর ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা। প্রকল্প পরিচালক রাজিউর রহমান মল্লিক বললেন, দৈনিক ২ হাজার ৮০০ টন এবং বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টন সার উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে এই কারখানার। এখানে পুরোপুরি উৎপাদন শুরু হলে দেশে সার উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াবে ২০ লক্ষ টন। প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস আগেই কাজ শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে পরীক্ষা মূলক উৎপাদনও শুরু হয়েছে।

বিসিআইসির চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, দেশের কৃষি খাতের মোট চাহিদার এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার উৎপাদন করবে ঘোড়াশাল-পলাশ সার কারখানা। দেশি সার দিয়ে মোট চাহিদা পূরণের বিষয়টি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ঘোড়াশাল-পলাশ সার কারখানায় পুরোপুরে উৎপাদন শুরু হলেই আমদানি নির্ভরতা চোখে পড়ার মত কমে যাবে। বিসিআইসির এই কারখানায় প্রতিবছর প্রায় ৯ লাখ ২৪ হাজার টন ইউরিয়া সার উৎপাদন হবে। যা দেশের মোট ইউরিয়া চাহিদার ৩৫ শতাংশ।

সাইদুর রহমান আরো জানান, ঘোড়াশাল-পলাশ সার কারখানাটি পুরোদমে চালু হলে দেশে ইউরিয়া সারের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে। এতে করে আমদানি নির্ভরতা পাঁচ ভাগের এক ভাগে নেমে আসবে। এর ফলে বিদেশ থেকে সার আমদানিতে যে টাকা ব্যয় হয়, সেখান থেকে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হবে। ইউরিয়া সার আমদানিতে ভর্তুকি দিতে হবে না । এখন পর্যন্ত সরকারকে ইউরিয়া আমদানিতে প্রতি বছর ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। কারখানাটি দেশের কৃষি উৎপাদন, কৃষি অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্যে এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে । এছাড়া কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে কর্মসংস্থানের

সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কারখানার প্রকল্প পরিচালক জানান, এই কারখানাটিকে গ্রিন ফার্টিলাইজার প্রকল্পও বলা হচ্ছে। এখানে পরিবেশ দূষণ হওয়ার সুযোগ নেই। পরিবেশ দূষণের যে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস বের হবে তা ধরে রেখে আবার ব্যবহার করে ১০ শতাংশ উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আধুনিক যে প্রযুক্তি এখানে যুক্ত করা হয়েছে তা দেশি প্রকৌশলীরা চালাবেন। বর্তমানে জাপানি কনসালটেন্টদের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটা কর্মকর্তা ও অপারেটরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এখন দেশি কর্মীরাই অপারেশন সিস্টেম চালাচ্ছে আর বিদেশিরা পর্যবেক্ষণ করছে। কোনোরকম ভুল হলে তারা সেটা ধরিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণও দিচ্ছে।

প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, কারখানাটির প্রযুক্তি অত্যন্ত জ্বালানি সাশ্রয়ী। পলাশ ও ঘোড়াশালের পুরোনো দুটি কারখানায় আগে যে পরিমাণ গ্যাস লাগত, একই পরিমাণ গ্যাস দিয়ে নতুন কারখানায় আগের চেয়ে তিনগুণ উৎপাদন করতে পারবে। বর্তমানে কারখানা চালু রাখতে দৈনিক বিদ্যুৎ দরকার হবে ২৮ মেগাওয়াট। যেখানে ৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি অত্যাধুনিক স্টিম গ্যাস জেনারেটর রয়েছে। জেনারেটর দুটি সবসময় ৫০ শতাংশ লোডে চলবে। তাই এই কারখানাটির ২টি স্টিম গ্যাস জেনারেটর ১০০ শতাংশ লোডে চালিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

কারখানায় উদ্বৃত্ত সার মজুদ করার জন্য থাকছে ১ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক বাল্ক স্টোরেজ। এমনকি বেঁচে যাওয়া এমোনিয়া স্টোরেজের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে অত্যাধুনিক স্টোরেজ ট্যাঙ্ক । লিকেজ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য কারখানাটিতে রয়েছে সয়ংক্রিয় ওয়াটার পন্ড এবং ওয়াটার কার্ডেন।

বিসিআইসির নথি বলছে, দেশের ইউরিয়া সারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে বার্ষিক ৩ লাখ ৪০ হাজার এবং ১৯৮৫ সালে ৯৫ হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন যথাক্রমে ঘোড়াশাল এবং পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপিত হয়। কারখানা দুটি অত্যন্ত পুরোনো হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস এবং ডাউন টাইম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কারখানা দুটির স্থানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন, শক্তি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি সার কারখানা নির্মাণের নির্দেশ দেন। কৃষকের কাছে ন্যায্যমূল্যে সার পৌঁছানোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ২০১৮

সালের ২৪ অক্টোবর দুটি কারখানা একত্র করে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়।

এই প্রকল্প নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা, জানান, দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় ইউরিয়া সার কারখানা এটি। এর নির্মাণ ব্যয় ১৫ হাজার ৫শ কোটি টাকা। কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করতে বলেন, এগুলো হচ্ছে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সারের চাহিদা মেটানো, সুলভ মূল্যে কৃষকদের কাছে সার সরবরাহ, আমদানি কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। মোট ব্যায় মেটাতে সরকারি তহবিল থেকে ৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাকি ১০ হাজার ৯২০ কোটি টাকা বাণিজ্যিক ঋণ।

এর আগে ২০১৬ সালে, সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে শক্তিসাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শাহজালাল সার কারখানা উদ্বোধন করা হয়। এটির উৎপাদন ক্ষমতা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৮শ মেট্রিক টন। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের অক্টোবরে নরসিংদী জেলায় ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু করোনার কারণে ২০২০ সালে এই কাজ সাময়িক ধীরগতি আসে। ৪৩৬ একর জমির ওপর নির্মিত হয়েছে এই কারখানা । এর মধ্যে শুধু ১১০ একর জমির ওপর কারখানাটির মেশিনারিজ বসানো হয়েছে। বাকি ৩২৬ একর জমির ওপর অফিস, শ্রমিকদের আবাসন প্রকল্পসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম জেনোসাইড জাদুঘর খুলনায়, উদ্বোধন কাল

গণহত্যার ইতিহাসকে শুধু একাডেমিক পরিসরে রাখার পরিবর্তে জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ও একমাত্র গণহত্যা জাদুঘর ‘১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর’আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল সোমবার। ইতোমধ্যে প্রস্তুতিমূলক সব

আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাস্ট্রিবোর্ডের চেয়াম্যান ড. মুনতাসীর মামুন। এটি বাংলাদেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আনার পথে আরেকধাপ এগিয়ে যাওয়া বলে মনে করছেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষকরা।

প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তারা এর রূপকল্প জানতে চাইলে বলেন, একাডেমিক পরিসরের বাইরে গণহত্যার ইতিহাসকে তুলে ধরার বিভিন্ন সৃজনশীল প্ল্যাটফর্মে কাজ করা এর উদ্দেশ্য। মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার ইতিহাস রচনাকে ত্বরান্বিত করতে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য গবেষক তৈরি করা হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের গণহত্যাকে তুলে ধরা এবং স্বীকৃতি অর্জন করার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে এই প্রতিষ্ঠান।

’১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর’ শুধু বাংলাদেশেরই নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা জাদুঘর। ২০১৪ সালের ১৭ মে খুলনা শহরের একটি ভাড়া বাড়ীতে এই জাদুঘর ও আর্কাইভের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জাদুঘরকে জমি এবং বাড়ী উপহার দেন এবং সেটিকে সংস্কার করে খুলনার ২৬ সাউথ সেন্ট্রাল রোডের নিজস্ব ভবনে গণহত্যা জাদুঘর নতুন করে যাত্রা শুরু করে ২০১৬ সালের ২৬ মার্চ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাদুঘর ট্রাস্টের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন।
তরুণ প্রজন্মের কাছে একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যার চিত্র তুলে ধরতে জাদুঘরে রয়েছে প্রতীকি বধ্যভূমি। রয়েছে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র। রয়েছে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে লিখিত প্রেস রিলিস, ১৯৭২ সালে শহিদ পরিবারকে দেওয়া চেক, চিঠিসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুষ্প্রাপ্য সব নথিপত্র ও নিদর্শন রয়েছে। ৭ই মার্চের ভাষণের সেই মাইকটি রয়েছে জাদুঘরে।

জাদুঘরের উদ্যোগ ও বাস্তবতা বিষয়ে জানতে চাইলে মুনতাসীর মামুন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বড় উপাদান গণহত্যা ও নির্যাতনের ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে না এলে এতো বড় উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের পথে এই প্রকল্প অনন্য উদ্যোগ। এটি এই দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম জেনোসাইড মিউজিয়াম। আমরা এর কাজ করতে পেরে গর্বিত, আনন্দিত। এবং সবচেয়ে বিশেষ দিক হলো, এটি করা হয়েছে ঢাকার বাইরে, খুলনায়। এখন থেকেই এটাকে কেন্দ্র করে

গণহত্যা বিষয়ক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথে এগুতে আর বাধা থাকবে না বলে আমি বিশ্বাস করি। এখানে ইতোমধ্যে দেশের বাইরে থেকেও জেনোসাইড বিষয়ক গবেষকরা এসেছেন, বিস্মিত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধে সর্বসাধারণের অবদানের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে বাংলাদেশে ২০১৪ সালের ১৭ মে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে খুলনার ময়লামোতায় একটি ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন ‘১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর’। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অংশ গণহত্যা-নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং ভাস্কর্য রয়েছে জাদুঘরে। পরবর্তীতে এটিকে আরও সুসংগঠিত করে সোমবার উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে কুষ্ঠ নির্মূল করার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে কুষ্ঠ রোগ নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ উপলক্ষে তিনি কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানাগুলোকে উন্নতমানের ওষুধ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে কুষ্ঠরোগ নির্মূলে আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার করছি।’

রবিবার (১২ নভেম্বর) সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘দ্বিতীয় জাতীয় লেপরোসি (কুষ্ঠ রোগ) সম্মেলন’ ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। সরকার কুষ্ঠ নির্মূল কার্যক্রমকে আরও শক্তিশারী করার উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘প্রতিরোধ করাটাই সব থেকে বেশি দরকার। কি কারণে হচ্ছে এবং এটা যেন আর না হয় সে দিকেই আমাদের বিশেষভাবে

দৃষ্টি দেওয়া দরকার।’

প্রধানমন্ত্রী ‘অ্যাপ্রোচ টু জিরো লেপরোসি বাই ২০৩০’ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য তহবিল বৃদ্ধি করাসহ আরও সবরকম সহযোগিতা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দেন। তিনি দেশে উন্নতমানের যে ওষুধ কোম্পানি রয়েছে তাদের কুষ্ঠরোগের ওষুধ উৎপাদনেরও আহ্বান জানান।

কুষ্ঠরোগীদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার যে আইন করেছিল ‘দ্য লেপারস অ্যাক্ট ১৮৯৮’, আওয়ামী লীগ সরকার তা রোহিত করেছে বলেও উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘কাজেই এখন আর কেউ কুষ্ঠরোগীদের তাদের ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করতে পারবে না। পরিবার থেকে শুরু করে আশাপাশের আর কেউ তাদের ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে না।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘কুষ্ঠরোগীদের সহানুভূতি ও সেবা যেমন দরকার তাদের পাশে থাকাও দরকার। তাদের মনবল সৃষ্টি করা দরকার এবং সকলে সেটাই করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেনে। এটা ছোঁয়াচে রোগ বলে পুরনো ভ্রান্ত ধারণা এক সময় যেটা ছিল, সেটা থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে।’ অনেকেই এর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।‘আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি এবং এবং এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলছি কাজেই এখন আর সেই পুরনো ধ্যান-ধারণায় থাকলে চলবে না। তাহলে আমরা স্মার্ট হতে পারবো না,’ বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আবারও মেডিক্যাল রিসার্সের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দেশে আরও মেডিক্যাল রিসার্স খুব বেশি দরকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর রিসার্স দরকার, যেটা আপনারা একটু কমই করেন। দয়া করে যদি মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর রিসার্স করেন, তাহলে দেখবেন আমাদের দেশে জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত যতরকম রোগ আছে, তার ওপর একটি ভালো ধারণা এনে এর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবো। এতে যে ধরনের ওষুধ বা যা যা দরকার, আমরা তৈরি করতে পারবো। এই অনুরোধটা আমার থাকলো।’

কাজ শেষ হয়নি, মেহেরপুর হাসপাতালের ভবন উদ্বোধন আজ

নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ১১ তলা ভবনের উদ্বোধন আজ (১২ নভেম্বর) রবিবার।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেন আজ বিকাল ৩টায় এ ভবন উদ্বোধন করবেন। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ঠিক আগ মুহুর্তে তড়িঘড়ি করে এ উদ্বোধনকে ঘিরে চলছে অসন্তোষ ও সমালোচনা।

১১ তলা ভবনের সবে মাত্র ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হয় ৬ তলার। ৭ম ও ৮ম তলার কাজ চলমান। বাকি ৯ম, ১০ম ও এগারো তলার কোন কাজের টেণ্ডার এখনো হয়নি। যে ৬ তলার কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে এখন পর্যন্ত আসেনি কোন আসবাবপত্র কিংবা হাসপাতালের যন্ত্রাংশ। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবন পরিদর্শন করে এসব চিত্র দেখা গেছে। উদ্বোধনের জন্য তড়িঘড়ি করে উদ্বোধন ফলক সাটানো হয়েছে। সেখানে দৃষ্টিনন্দনের কাজ চলছে। ভবনে ওঠানামা করার জন্য র্যাম্প সিড়ি, সাধারণ সিড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। চারটি লিফট স্থানের স্থান নির্ধারণ করা আছে এর মধ্যে পশ্চিম পাশে দুটি স্থাপনের কাজ চলছে। পূর্ব পাশে দুটি লিফটের স্থান ফাকা রয়েছে। ভবন উদ্বোধন করার পর সেখানে লোকজনের আনাগোনা শুরু হলে দুর্ঘটনা সম্ভাবনা রয়েছে।



হাসপাতালের ৭ম তলায় কাজ করছেন জাকাউল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার কোরবান আলী জানান, আমরা ৭ম তলায় কাজ করছি। ৭ম তলার কাজ শেষ করতে এখনো

দুই মাসের অধিক সময় লাগবে।

ভবনের স্যানিটারি, পানিসহ অন্যান্য ফিটিংসের কাজ করেছেন জাহাঙ্গীর হোসেন নামের এক মিস্ত্রি। তিনি বলেন, ৬ তলা পর্যন্ত প্লাম্বিং, স্যানিটারি, ইলেকট্রিকসহ ফিটিংসের সকল কাজ শেষ হয়েছে। সাত তলা ও আট তলায় প্লাস্টারের কাজ চলছে। কনস্ট্রাকশনের কাজ শেষ হলে আমরা ওই সকল ফ্লোরগুলোতে কাজ শুরু করবো।

হাসপাতাল এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে এ ভবন উদ্বোধন করছেন প্রতিমন্ত্রী সাহেব। যে ভবনের কাজ এখনো ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কাজ বাকি রয়েছে। মানুষের সাথে তিনি উন্নয়নের নামে প্রতারণা করছেন। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া কাজ তিনি দ্রুত করার নির্দেশ দিতে পারতেন অথবা তদারকি করে দ্রত কাজ শেষ করে উদ্বোধন করতে পারতেন। তাহলে মেহেরপুরবাসী উপকৃত হতো।
এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, উনি (প্রতিমন্ত্রী) উনার নামটা রেখে যেতে চাচ্ছেন। এটা তদারকি করে অনেক আগেই নির্মাণ কাজ শেষ করাতে পারতেন। মনোনয়ন টিকিয়ে রাখার চেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি তফসিল ঘোষণার আগে এ কাজ করছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মো: হাসিবুস সাত্তার বলেন, ১১ তলা বিশিষ্ট পুরো ভবনের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৭৫ কোটি টাকা। পুরো কাজ শেষ না হওয়ায় হাসপাতালকে এখনো ভবন হস্তান্তর করা হয়নি। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে ভবন উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা করতে হচ্ছে।

তিনি আরো জানান, নতুন ভবনের জন্য ইতোমধ্যে গণপূর্ত বিভাগে নির্দিষ্ট শাখায় আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর চাহিদা পাঠানো

হয়েছে। নতুন ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্র আসেনি। ভবন উদ্বোধন হলে আপাতত বহির্বিভাগটা স্থানান্তর করার চিন্তাভাবনা করছি।

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভুরাম পাল বলেন, ভবনটি ১১ তলা হলেও প্রকল্প পাশ হয়েছে ৮ তলার। বাকিটা দরপত্র এখনো হয়নি। ৮তলায় ৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৬তলা পর্যন্ত সকল কাজ শেষ হয়েছে। হাসপাতালের যন্ত্রাংশ স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আসবে। সেগুলো আসতে সময় লাগবে। তবে উদ্বোধন হলেও আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হবে না। হাসপাতালের পুরাতন বেড ও আসবাব দিয়ে আপাতত সেখানে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।

হাসিনা সরকারের ‘পাশে দাঁড়িয়ে’কৌশলী বার্তা ভারতের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আসরে নেমেছে বিএনপি-জামাত ও তাদের সমমনা দলগুলো। তাদের কট্টর আন্দোলন ও আগুন সন্ত্রাসে উত্তপ্ত দেশ। অবাধ নির্বাচন কীভাবে হবে তা নিয়ে জবাব চেয়েছে আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য। এই প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনা সরকারের ‘পাশে দাঁড়িয়ে’ কৌশলী বার্তা দিয়েছে ভারত।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ৈর মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, “ভারত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্মান করে এবং সেদেশের জনগণই তাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা অন্য কোনও দেশের নীতি নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না।” বাগচি আরও বলেন, “ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী হিসাবে, আমরা তাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্মান করি এবং স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতিশীল জাতি গঠনে ঢাকার লক্ষ্যে আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।”

শেখ হাসিনা সরকারকে হঠাতে বিএনপি চতুর্থ দফায় অবরোধ কর্মসূচি দিয়েছে। রবিবার ভোর ৬টা থেকে মঙ্গলবার ভোর ৬টা পর্যন্ত চলবে চতুর্থ দফার এই অবরোধ। বিএনপির এই আন্দোলনে সরাসরি সমর্থন দেয়নি আমেরিকা। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের দোষ-ত্রুটি খুঁজেই

বেড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বলে তোপ দেগেছে ঢাকা। এবার এই প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারত।

অপরদিকে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়েছে আমেরিকা। ২৮ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষ এবং দলের একাধিক নেতাকে গ্রেপ্তার কাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশ বিষয়ক ও নিরাপত্তা নীতি সংক্রান্ত বিষয়ের শীর্ষ প্রতিনিধি জোসেপ বোরেল বলেন, “বাংলাদেশে ৮ হাজারের বেশি বিরোধী নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা সব পক্ষকে হিংসা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানাচ্ছি।” বাংলাদেশের আগামী সংসদ নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলকে যুক্ত করে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত হোক, এমনটা চায় কানাডার হাউস অব কমন্সের ৮ সদস্য। নিজেদের এই প্রত্যাশার কথা জানিয়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে চিঠিও লিখেছেন।

বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “আগামী নির্বাচনকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে। মনোনয়ন বাণিজ্যের জন্য হলেও তারা নির্বাচনে আসবে। তারেক জিয়া সেই সুযোগ নষ্ট করবেন না।”

বিএনপি-জামাতের ডাকা অবরোধ কর্মসূচিতে গত ১৩ দিনে রাজধানী ঢাকায় ৬৪টি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে ও ভাঙচুর করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) ড. মহিদ উদ্দিন বলেন, ‘রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে চতুর্থ দফায় অবরোধের ডাক দিয়েছে বিএনপি।’ ঢাকা সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতি দাবি করেছে, বিএনপি-জামাতের অবরোধে ২০০টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

পেছনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই

, আলোচনায় শিক্ষকরা

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার পেছনে আছে আন্তর্জাতিক চক্র। তাতে এখন চলছে অন্যরকম রাজনীতি। অতীতের মতো বাংলাদেশে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার জন্য দেশ স্বাধীন করা হয়নি। তাই বাংলাদেশে এখন পেছনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ উন্নয়নের মহাসড়কে আছে বাংলাদেশ। সেই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারি না আমরা বলে জানিয়েছেন দেশের শিক্ষকরা।

শনিবার (১১ নভেম্বর) ‘সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অপরাজনীতির’প্রতিবাদে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা জানান তারা। এডুকেশেন রিসার্চ এন্ড ডেভেলমেন্ট ফোরাম বাংলাদেশ (ইআরডিএফবি) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিিউটে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

এডুকেশেন রিসার্চ এন্ড ডেভেলমেন্ট ফোরাম বাংলাদশে (ইআরডিএফবি)- এর সিনিয়র সহ সভাপতি এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফসের ড. আব্দুল জব্বার খাঁন বলেন, বাংলাদেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতির বিজ বপন করা হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। হত্যাকাণ্ড করেই কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি তারা। জাতীয় চার নেতাকে কারাবন্দী করা হয়েছে এবং জেলকোড ভেঙ্গে তাদের হত্যা করা হয়েছে। এর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এখানেই শেষ নয়, ইন্ডেমনিটি আইন করে বিচার চাওয়া বন্ধ করা হয়েছিয়েল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার আগে মাত্র তিন বছরে মাথাপিছু আয় রেখে গিয়েছিলেন ৩৬০ ডলার। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অসাংবিধানিক সরকার ছিল সবসময়। এই ১৬ বছরে মাথাপিছু আয় বেড়েছিল মাত্র ২৩ ডলার। আমরা কি সেই বাংলাদেশে আবার ফিরে যাবো? আমরা কি অসাংবিধানিক কোন পদ্ধতিতে ফিরে যাবো? আজকে মাথাপিছু আয় ৩ হাজার ডলার। আমরা পিছনে ফিরে যাওয়ার জন্য এতো কষ্ট করে বাংলাদেশ স্বাধীন করিনি। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি এসব কিছু আমরা দেখে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন আমাদেরকে নিয়ে অন্যরকম রাজনীতি চলছে। এখন আমরা যে অপরাজনীতি, জ্বালাও পোড়াও দেখছি তাতে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে চালু রাখব তা নিয়ে

চিন্তিত। আমাদের শিক্ষার্থী কি আগুন সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ক্লাসে আসবে- আমরা এখন সেই আতংকে আছি। জ্বালা আসলে কোথায়- সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক চক্র! সম্প্রতি বাংলাদেশে বিভিন্ন মিশন প্রধানরা ভিয়েনা কনভেনশনকে পদদলিত করে একেরপর এক অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এগুলোর নিন্দা জানাই। বাংলাদেশকে বাংলাদেশের মতো সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করতে দিতে হবে। বিদেশি টানাপড়েনের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের অবস্থান পরিষ্কার, একদম শান্তি পূর্ণ অবস্থান।’

এসময় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘সংবিধানের বাইরে কোন নির্বাচন হবে না, হতে পারে না। এটি আমরা এই দেশে আর দেখতে চাই না। যখনই নির্বাচন সংবিধানের বাইরে যাবে তখনই বাংলাদেশ বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।’

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. জেবুন্নেসা বলেন, ‘শিশু রাসেলকে যারা হত্যা করেছে তারাই গত ২৮ অক্টোবর পুলিশ হত্যা করেছে। আমরা চাই না নারায়ে তাকবির বলে কেউ শিক্ষার্থীদের হলে হামলা করে বের করে দিক। বঙ্গবন্ধু সন্ত্রাসের বিপক্ষে ছিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবি ছিলেন। তাকে বলা হতো রাজনীতির কবি।’

আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জিনাত হুদা বলেন, ‘তত্ত্বাবোধয়ক সরকারের নির্বাচন নাকি সুষ্ঠু নির্বাচন। তাহলে ছয় বছরের পূর্ণিমা নির্যাতিত হল কেন? ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ছিল বাংলাদেশে অপরাজনীতির চিত্র তাহলে কি আমরা ওখানে ফিরে যাবো? আমরা কি হাওয়া ভবনে, খাম্বার রাজনীতিতে ফিরে যাবো? শুধুমাত্র বিএনপির জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির জন্য এদেশ স্বাধীন হয়েছিল? সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের অবশ্যই খুজতে হবে।’

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘জ্বালাও পোড়াও করে যারা মানুষ হত্যা করছে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, স্বাধীন বাংলাদেশে এই ধরনের অপরাজনীতি, জঙ্গিবাদের কোন ঠাই নাই।’

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এমদাদুল হক চৌধুরী বলেন, ‘উন্নয়নের মহাসড়কে আছে বাংলাদেশ। সেই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারি না আমরা। পিছনে ফিরে যেতে পারি না আমরা। এই উন্নয়নের

মহাসড়ককে এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পাশে আমাদের দাঁড়ানো দরকার। সন্ত্রাস কখনও কোন জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। এটি অভিশাপ, এই অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি চাই।’

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট)-এর উপাচার্য প্রকৌশল শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল যাতে দেশ স্বাধীন না হয়। অতএব তারা এই স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে নাই। তারা বিভিন্ন আবহ ইঙ্গিতে বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছে। তারা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে প্রথমে সুশৃঙ্খলভাবে সমাবেশ করার কথা বললো, এখন তারা বিশৃঙ্খলা করছে। এখন্ত তারা এটার বিরোধিতা করে না। সুতরাং যারা এদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে নাই, তারা কোন সময়ই এদেশে সুস্থ রাজনীতির ধারা মেনে নিতে পারে না।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘১৯৯৬ পর্যন্ত আমরা জানি ইতিহাস অন্যদিকে গিয়েছে, কারণ ইতিহাস বিকৃতি করা হয়েছিল। ‘জয় বাংলা’ স্লোগান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জয় বাংলার পরিবর্তে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ হয়েছিল। বর্তমানে আমাদের ১৫ বছর বয়সী ছেলেটি সেকথা জানে না। সে জানে না সেই সময়ে বিদ্যুৎ কখন আসবে এই চিন্তা ছিল মানুষের মাথায়। আর এখন বিদ্যুৎ যায় না। এগুলো বর্তমানে ১৫ বছরের ছেলেদের জানানো দরকার। আগামী দিনে এই নির্বাচন কেন দরকার?’

ফোরামের সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭০-এর গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জনগণ ভোট প্রয়োগ করেছিল। তাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি। এখন কেন মানবাধিকার শেখানর কথা বলা হচ্ছে। গাঁজায় নিশ্রংস হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সেদিকে কারো নজর নেই। আমাদের দেশে একটি অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। দেশে গোলমাল, সন্ত্রাস থাকলে তাদের লাভ হয়। তারা অস্ত্রের রাজনীতি করে। সুতরাং আমরা শিক্ষকরা আর ভুল করতে চাই না।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপিসহ যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া জবাব দিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮০ শতাংশ ভোটারদের ভোট কেন্দ্র আনতে শিক্ষকদের দায়িত্ব নিতে হবে। একই সঙ্গে নতুন ও তরুণ ভোটারদের ভোট কেন্দ্র আনতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি এমনটা করা যায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রসহ

যারা এ দেশের নির্বাচন নিয়ে নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছে তাদের কঠোর জবাব দেওয়া যাবে।’

বাংলাদশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য ও ইআরডিএফবি’র সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. বদরুজ্জামান ভুইয়া। এতে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, চাঁদুপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. নাসিম আক্তার, বাংলাদশে টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. শাহ আলিমুজ্জামন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. অলোক কুমার পাল, বাংলাদশে ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোকাদ্দেম হোসেন, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ, সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফসের ড. শামীম আরা হাসান প্রমুখ।

কক্সবাজার পর্যন্ত রেল উদ্বোধন কাল; মাত্র ১৮৮ টাকায় সৈকত হবে সর্বসাধারণের

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত দেখতে যাওয়া মানেই ছিলো খরচের চিন্তা। কক্সবাজার পর্যন্ত রেল যোগাযোগ না থাকায় সর্বরাধারণের চিন্তার বাইরে ছিলো তার সৌন্দর্য দেখার স্বপ্ন। কিন্তু এবার স্বপ্ন হবে সত্যি। এই রেলপথ শনিবার উদ্বোধন করেবন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ঢাকা থেকে কক্সবাজারে চালু

হচ্ছে ট্রেন। এই রুটে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়া যাবে মাত্র ১৮৮ টাকায়।

শুক্রবার (১০ নভেম্বর) কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনের উদ্বোধনী প্রস্তুতি সরেজমিন পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে রেল সচিব হুমায়ুন কবির ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রেনের সর্বনিম্ন ভাড়া সম্পর্কে এই তথ্য দেন।

এ সময় রেলওয়ে সচিব বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন শেষে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করবে বলে আমরা আশা করছি। সেই ট্রেনে সর্বনিম্ন ভাড়া যেটি ধরা হয়েছে সেটি হচ্ছে ১৮৮ টাকা। আর এটি নন এসি মেইল ট্রেন। সর্বোচ্চ ভাড়া এসি বার্থে ১ হাজার ৭২৫ টাকা। বর্তমানে রেলের যে ভাড়ার হার আছে সেই অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি জানান, ১ ডিসেম্বর শুধু আন্তঃনগর ট্রেন চালু হবে। পাশাপাশি কমিউটার ও মেইল ট্রেনও চালু হবে।

সচিব বলেন, ভবিষ্যতে এই রুটে পর্যটক কোচ চালু করা হবে। শুধু ঢাকা নয় উত্তর অঞ্চল ও দেশের অন্যান্য অংশ থেকেও কক্সবাজারে রেলপথে আসা যাবে। এতে করে যোগাযোগের নতুন পথ উন্মোচন হবে।

এ সময় বাংলাদেশ রেলের মহাপরিচালক কামরুল আহসান বলেন, ঢাকা থেকে যে ট্রেনটি কক্সবাজার আসবে সেটি সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ঢাকা ছাড়বে। আর কক্সবাজার এসে পৌঁছাবে ৬টা ৩০ মিনিটে। পর্যায়ক্রমে এই রুটে আরও ট্রেন বাড়ানো হবে।

রেলপথ নির্মাণের আগে কক্সবাজারের সঙ্গে কোনও রেল যোগাযোগ ছিল না। শুরুতে এটি ছিল দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ’ প্রকল্প। এতে মোট ১২৯ দশমিক ৫৮ কিলোমিটার রেল লাইন নির্মাণের কথা ছিল। পরে রামু থেকে ঘুমধুম অংশের কাজ স্থগিত করা হয়। এখন চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ দশমিক ৮৩ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

আগামী নির্বাচনে গণতন্ত্র বিজয়ী হবে

গত দুই দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন চেক প্রজাতন্ত্রের ইউরোপিয়ান পিপল’স পার্টির রাজনীতিবিদ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মেম্বার টমাস জেডেচভস্কি। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার বাঘ হিসাবে উল্লেখ করে তিনি জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে দেশটির শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। গত ৭ নভেম্বরে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার’ শীর্ষক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেছেন।

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে জানিয়ে টমাস জেডেচভস্কি আরও বলেন, এই নির্বাচনে গণতন্ত্র বিজয়ী হবে বলে তার আত্মবিশ্বাস রয়েছে। বাংলাদেশ আর ইউরোপীয় ইউনিয়নকে দুটি পক্ষ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একটি গঠনমূলক এবং ভারসাম্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব এখন প্রয়োজন।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত ৪৭টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১১টি ইসলামী দলের উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের সহ-আয়োজক এবং স্টাডি সার্কেল লন্ডনের চেয়ারপারসন সৈয়দ মোজাম্মেল আলী বলেছেন, পশ্চিমা শক্তিগুলো যদি সতর্ক না হয়, তাহলে বাংলাদেশ মৌলবাদীদের হাতে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। সাম্প্রতিক গ্লোবাল গেটওয়ে সামিটকে বাংলাদেশি সরকারের প্রতি আস্থার ভোট হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা না রাখলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই ধরনের সহায়তা দিত না বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধিসহ সকল প্রধান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কনভেনশনের পক্ষে বাংলাদেশ ছিল বলে উল্লেখ করেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস স্ট্র্যাটেজি ফোরামের ড. রায়হান রশিদ। মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশের আশ্রয় দেয়ার বিষয়টি সামনে আনেন তিনি। তার মতে, এই ঘটনা মানবাধিকারের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থানকে প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশিদের জন্য সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্যই ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ

মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এবং বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল বলে সম্মেলনে জানান বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। তাই এই দেশ মানবাধিকারবান্ধব না হয়ে পারে না বলে তিনি যুক্তি দেন। সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

মানবাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন সামাজিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং শিশুদের অধিকারকে বাংলাদেশ সমুন্নত রেখেছে বলে সম্মেলনে জানান ড. মিজানুর রহমান। এর উদাহরণ হিসেবে ১ জানুয়ারি দেশে ৩৫ মিলিয়ন পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করার উদাহরণ সামনে আনেন তিনি। ভূ-রাজনৈতিক মানবাধিকারকে একটি নব্য-ঔপনিবেশিক পদ্ধতি বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রকে চাপ দেয়ার জন্য এটি ব্যবহার করলে সার্বভৌম সমতার আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘিত হয়। বাংলাদেশ তার গণতান্ত্রিক অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং টেকসই করতে তার ইউরোপীয় মিত্রদের কাছ থেকে সমর্থন আশা করে বলে জানান ড. মিজানুর রহমান।

বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছে, তা ভুলে গেলে চলবে না জানিয়ে ড. রায়হান রশিদ বলেন, ওই লড়াইয়ে এক পক্ষ পরাধীনতা বেছে নিয়েছে কিন্তু অন্য পক্ষ স্বাধীনতা বেছে নিয়েছে। এক পক্ষ সম-অধিকার বেছে নিলেও অন্য পক্ষ বেছে নিয়েছে অসম্মান। এক পক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা বেছে নিলেও অন্য পক্ষ বেছে নিয়েছে ধর্মীয় রাষ্ট্র। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশি ভোটারদের এর মধ্য থেকেই পক্ষ বেছে নিতে হবে বলে জানান তিনি।

তফসিল ঘোষণার সময় হয়ে গেছে-সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, ‘ ‘দ্রুত আমরা তফসিল ঘোষণা করব, কারণ সময় হয়ে গেছে। শিগগিরই আমরা বসে চূড়ান্ত করব।’